রাতের রজনীগন্ধা
প্রযোজনা
অরুণ রায়চৌধুরী

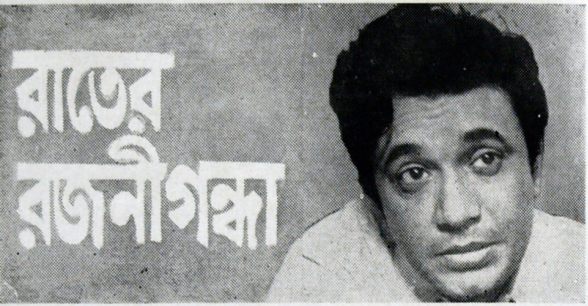

এআরসি প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

রাতের রজনীগন্ধা

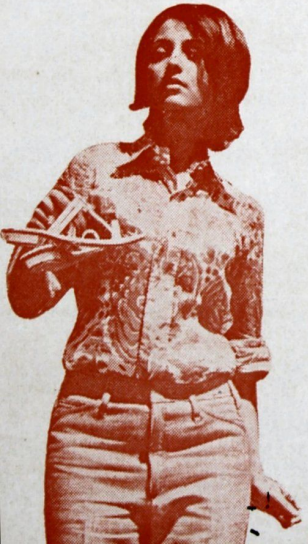

প্রযোজনা
অরুণ রায়চৌধুরী
কাহিনী
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
চিত্রনাট্য ও সংলাপ
প্রশান্ত দেব
পরিচালনা
অজিত গাঙ্গুলী
সঙ্গীত
সুধীন দাশগুপ্ত

বিশ্ব পরিবেশনা
এন, এ, ফিল্মস্, কলিকাতা-১৩

কলাকুশলী

চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা
গীতিকার : সুধীন দাশগুপ্ত, সুনীল বরণ
শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী, অতুল চ্যাটার্জী
সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাাদক : কমল গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশনা : সুবোধ দাস
রূপসজ্জা : ভীম নস্কর
কর্ম্মসচিব : শম্ভু মুখোপাধ্যায়
স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ
পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও
প্রচার অঙ্কন : বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনায় : কালিদাস রায়, জয়ন্ত দাস, অশোক রায়চৌধুরী

ধীরেন দাশগুপ্ত'র তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত

রসায়নাগারে : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ বোস, সুনিল ব্যানার্জী

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে ও
স্টুডিও সাপ্লাই কোম্পানী প্রাঃ লিঃ গৃহীত

আলোক নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাহার, সুভাষ ঘোষ, রাম দাস, হংসরাজ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, বরেন চ্যাটার্জী
চিত্র শিল্পী : শান্তি গুহ
সঙ্গীত : পরিমল দাশগুপ্ত
শব্দ যন্ত্রী : বাবাজী শ্যামল
সম্পাদক : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনা : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী
সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারুই
ব্যবস্থাপনা : শান্তি দাস, সদানন্দ রাও, গঙ্গা, রাজু।
রূপসজ্জা : বিজয় নন্দন

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ইণ্ডিয়া ক্লাব, ভবানীপুর। হলওয়াসিয়া ট্রাস্ট। মিঃ সুরেন্দ্র পাল (পার্ক হোটেল)। গোবিন্দলাল বসু (সম্পাদক, রামকৃষ্ণ নাট্য সমাজ, মধ্যমগ্রাম)। মিঃ বি, কে সাহা (ডেঃ কমিশনার অফ পুলিস, কলিকাতা)। সন্তোষ কুমার ঘোষ, সেবাব্রত গুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা)। শ্রীমতী শীলা ঘোষ, এম, এ, (ট্রিপল)।

॥ সংগঠনে ॥

দেবকুমার রায়চৌধুরী, তৃপ্তি কুমার রায়চৌধুরী, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী (মাঃ প্রিন্স), বরুণ সেন।

ভূমিকায়

উত্তমকুমার অপর্ণা সেন

পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখার্জী, তরুণকুমার, শ্যামল ঘোষাল, বঙ্কিম ঘোষ, শৈলেন মুখার্জী, কালিদাস গাঙ্গুলী, অজয় ব্যানার্জী, শঙ্কর ব্যানার্জী, সুব্রত পাল, সুব্রত সেনশর্মা, সুব্রত সেন, ফিরোজ চৌধুরী, সুশীল দাস, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, সাগর পালচৌধুরী, ফকিরকুমার, জয়গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, আদিনাথ ব্যানার্জী, ব্রজবিহারী মিত্র, কালিদাস রায়।
জয়শ্রী সেন (অতিথি), নিভাননী, অনিতা গুপ্তা, অনিতা মুখার্জী।

গল্প

সম্পত্তি ও সুন্দরী এই দুইয়ের মিলিত আকাঙ্খায় ম্যানেজার অচিন্ত্য মল্লিক স্বর্গত নলিণ্যাক্ষ চৌধুরীর একমাত্র কন্যাকে পাগল সাব্যস্ত করে চৌধুরী ভিলা'র একটি ঘরে আটকে রেখেছিল— কারণ অনুরাধা কোনমতেই তাকে বিয়ে করতে চাইনি। যাক্ একরাত্রে সমস্ত সতর্কতা নস্যাৎ করে অনুরাধা পালালো। একটি Transport লরীতে চেপে সে এলো কলকাতায়। ওদিকে অচিন্ত্য অনুরাধাকে হারিয়ে প্রায় উন্মত্ত।

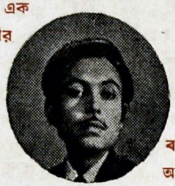

রাত্রে নির্জন মহানগরীর এক ফাঁকা রাস্তায় এক দোকানীর তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধাক্কা খেলো দৈনিক বসুন্ধরার প্রেস-রিপোর্টার রাজা ব্যানার্জীর সঙ্গে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তারই বুকে। অগত্যা নাছোড় হয়ে ভদ্রলোক অনুরাধাকে রাত্রের মত তার Flat-এ তুললো। পরের দিন সকালে অনুরাধার খোঁজে অচিন্ত্য রাঁচী থেকে কলকাতা রওনা হলো—এদিকে ব্রেকফাস্ট সেরে অনুরাধা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিল।

অফিসে শিবদাস বাবুর বন্ধু অচিন্ত্য রাজাকে দশ হাজার টাকা অফার করে অনু-রাধাকে খুঁজে দেওয়ার জন্য। অনুরাধার ছবি দেখে হতবাক! এযে কাল রাত্রের সেই মেয়েটা—। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। লুকোচুরির খেলা শেষ হলো—যখন রাত্রে রাজা ঘরে ফিরে দেখল অনুরাধা তার ঘরেই ঘুমুচ্ছে। পরের দিন অনুরাধাকে কলকাতা দেখিয়ে রাত্রে যখন বাড়ী ফিরল তখন রাজার পুরানো জীবনের সঙ্গী মহেন্দ্রর নজরে পড়লো এবং তার প্রশ্নের উত্তরে জানাল মেয়েটি তার বউ। মহেন্দ্র যেতেই অনুরাধা রাজাকে প্রতিবাদ জানাল তাকে বউ বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য। এবং বিদায় নিতে গেলেই রাজা ডাকে—অনুরাধা দেবী! অনুরাধা স্তম্ভিত হলো! রাজা তার নাম জানল কি করে? যখন রাজার মুখে অচিন্ত্য বর্ণিত সব কথা শুনল তখন অনুরাধাও তার সত্য পরিচয় দিয়ে রাজার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এই বিপদের সময়। রাজা কথা দেয় সে অনুরাধাকে সাহায্য করবে তার কোন ক্ষতি না করে।

এদিকে অচিন্ত্য এক নামী গুণ্ডা রোশনলালকেও টাকা দিয়ে অনুরাধার খোঁজে লাগিয়েছে। রোশনলালের কাছে মেয়েটার ফটো দেখে মহেন্দ্র জানালো এ মেয়েকে সে চেনে—। ব্যস্। রোশনলালও রাজার পুরানো দোস্ত। কিন্তু সে রাজার বউ দেখতে চাইলে রাজা বলে বউ বাপের বাড়ী গেছে। কিন্তু একথা বিশ্বাস না হওয়ায় রোশনলাল রাজার বাড়ীর বাইরে পাহারা বসালো—।

দীর্ঘদিন বাদে নলিণ্যাক্ষ চৌধুরীর হবু জামাতা আমেরিকা ফেরৎ নীলেশ রায় দেশে ফিরে এ্যাটর্ণীর কাছ থেকে জানলো সব কথা— যখন অনুরাধা নিরুদ্দেশ। রাত্রে রাজা রোশন-লালের চোখে ধোঁকা দিয়ে বন্ধুর গাড়ী করে লেকে চক্কর খেতে লাগলো। তারপর রোশনলালের পাহারাওলাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে অনুরাধাকে নিয়ে তারকেশ্বরে দিদিমার কাছে রওনা হলো– গাইতে গাইতে– "রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে"।

অনুরাধাকে সেখানে রেখে কলকাতার দিকে পা বাড়ালো—। রোশনলাল এদিকে রাজার ফোন পেয়ে অচিন্ত্যের আসল পরিচয় জেনে তাকে আটক করল। রাজা বাড়ী ফিরে কাগজে অনুরাধার নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দেখে নীলেশের সঙ্গে দেখা করে, সব জেনে নীলেশকে নিয়ে তারকেশ্বরে গেলো এবং নীলেশকে ছেড়ে অনুরাধার সঙ্গে দেখা না করে সে চলে এলো। অনুরাধা নীলেশের মুখে সব শুনে বললো—"আপনি বড় দেরী করে এসেছেন নীলেশবাবু"।

তারপর নীলেশের কাছে রাজার আঁকা তার ছবি দেখে অনুরাধা লজ্জা পেল। তখন সে নীলেশের সাথে সঙ্গে সঙ্গে চলে এল কলকাতায়। তারপর কি ঘটল? তার পরবর্তী সব ঘটনা আপনার সামনের রুপালী পর্দায় দেখুন।

গান

(১)

নও তুমি যাকে আমি খুঁজেছি
সারা বেলা
দেখে দেখে কত চেনা
অচেনা মুখের মেলা।
নও তুমি যাকে আমি খুঁজেছি
সারা বেলা।

হায় হায় দশটি হাজার টাকা
উঁহু যে তো পকেটে রাখা
ঘুরে গিয়ে চাকা
হয়ে গেল ফাঁকা
এখন টাকাতে আমাতে
লুকোচুরি খেলা ॥
নও তুমি যাকে আমি খুঁজেছি
সারা বেলা

না না ফুঃ খেয়ো না বিষ
এর চেয়ে ভাল নিরামিষ
শেষে নেশাই তোমায় করে দেবে হাপিস্
হাপিস্.....

হায় হায় হলো যে কি সর্বনাশ
ছুটে গেল সেই তাস
হিরো হতো যে খাস্
সেই খোঁজে সিনেমার পাশ।

নেই আমি সে আমিতে আর
করোনা এ ঝামেলা।

নও তুমি যাকে আমি খুঁজেছি
সারা বেলা

(২)

রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে
পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে,
রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে
পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে
ঐতো আকাশ আলোয় ভরা
মিছেই কেন ভাবনা করা
এ পথে তুমি যে সঙ্গী আমার হলে
রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে
পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে
অন্ধকারে যা ছিলো
ভয় ভাবনা সবই
এই আলোতে হারালো
শূন্যতার সেই ছবি
কে জানে সে কবে কি হবে
ভেবে দিন এলো কখন চলে
রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে
পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে

সব হারানোর পথে
এসেছি কোন মতে
মনের দুরাশা রেখে
পারি যদি পার হতে
নিজেকে না চিনে জীবনে
কিছুই কি পাবে সময় হলে
রাস্তা ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে
পালিয়ে এলাম বাঁচবো বলে।

কণ্ঠসঙ্গীতে
মান্না দে

মুক্তি প্রতীক্ষিত..

সৌমিত্র-অপর্ণা অভিনীত

সমরেশ বসুর

এপার ওপার

পরিচালনা

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুর-সুধীন দাশগুপ্ত

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত পরবর্তী অনবদ্য চিত্র !

গঠন পথে...

তপন সিংহ পরিচালিত

???

এ আর সি প্রোডাকসন্সের নিবেদন ॥ এন্-এ ফিল্মস পরিবেশনা

মুদ্রনেঃ দি প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬